মেহেরপুরে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করণের দাবিতে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধন আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, গাংনী উপজেলার সভাপতি মোঃ মাসুদুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি বরকত উল্লাহ।

এসময় বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করায় পতিত সরকারের চরম বৈষম্যের শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিগত সরকারের দুঃশাসনের সময়ে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তর দাবিতে ঢাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদযাত্রা ও আমরণ অনশনের মতো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি না মেনে বরং আমাদের উপর পিপার স্প্রে, জল কামান, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও বিভিন্নভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা আরো বলেন, আমাদের প্রত্যাশা-আপনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করে আমাদের যাবতীয় কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। কষ্ট লাঘব হলে চিন্তামুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াসে আমরা কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। দেশের চলমান সকল নন এমপিও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত হলে আমরা বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করছি।

মানববন্ধনে এছাড়াও নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোহা: নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির প্রতিবাদ করাতে পুলিশ নিয়ে চড়াও হলেন জেলা শিক্ষা অফিসার

মেহেরপুরে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় শিক্ষার্থীদের পুলিশ এনে ছড়াও হলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, গত রবিবার থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলামের অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে নেমেছে। এর অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, কর্মচারীরা প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সামনে অবস্থান নেন।

এসময় প্রধান শিক্ষক জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে ডেকে আনেন। তিনি সহ শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয়ে আসেন। এর বেশ কিছু পরে বিদ্যালয়ে পুলিশ আসে। এরপর ছাত্ররা পুলিশ দেখে বিদ্যালয়ে পুলিশ কেন? শ্লোগানে বিক্ষোভ করে।

এসময় জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন পুলিশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের

উপর চড়াও হন। এসময় জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমাদের এ আন্দোলন করার হুকুম দিয়েছে কে ? কোন শিক্ষক এর সাথে জড়িত, তার নাম বলো। নিজেরাও ধ্বংস হচ্ছো অন্য ছোট ভাইদেরও ধ্বংস করছো। তোমরা ছাত্র হবা না মস্তানি করবা। পুলিশ কেন এসেছে তোমাদের জানতে হবে না। তোমরা ক্লাসে ফিরে যাও না হলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন বলেন, আমরা বিদ্যালয়ে এসেছি অনিয়ম দুনিতির তদন্ত করবো। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বন্ধ করে ক্লাসে যেতে বলেছি। তবে বিদ্যালয়ে পুলিশের বিষয়ে তিনি বলেন বহিরাগতরা বিদ্যালয়ে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে তাই পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মঞ্জুর ও হুসাইন এখন দেশ সেরা মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন

রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশীপ এর ঢাকা ফাইট নাইট সিরিজের আরও একটি ইভেন্ট। ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐতিহ্যবাহী শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, গুলিস্তানে।

ইভেন্টের অনুমোদন দেয় অল বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিক্সড মার্শাল আর্ট এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ মর্শাল আর্ট কনফেডারেশন। যেখানে দেশের ১৪ টি জেলা থেকে মোট ২৬ জন অভিজ্ঞ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই ইভেন্টে ৭ টি ওজনশ্রেনিতে মোট ১৩ টি বাউট (ফাইট) অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে হতে মেহেরপুর জেলার দুইজন দুটি ওজনশ্রণীর বাউটে (ফাইট) অংশগ্রহন করেছিল।

তারা হচ্ছে মঞ্জুর আলম (২৩) ও হুসাইন কবির(২৩)। মঞ্জুর আলম

[illegible] ([illegible])[illegible]

[illegible] Manjoor “The Hunter” Alam [illegible], [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]’[illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণের অপরাধে মেসার্স পল্টু ফার্মেসি ও মেসার্স পপি ফার্মেসি নামক দুটি ঔষধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ (২৪শে সেপ্টেম্বর) বিকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ শহরের হোটেলবাজার এলাকায় এই অভিযান চালান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার মেসার্স পল্টু ফার্মেসি ও মেসার্স পপি ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে ওই প্রতিষ্ঠান দুটিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি, বিক্রি নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ বিক্রি, একই প্যাকেটের মধ্যে ভালো ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় দোকান দুটি থেকে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ উদ্ধার করে জন সম্মুখে ধ্বংস করা হয়।

অভিযানটি সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় অন্যান্য দোকানে সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ ও সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি

দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

গাংনীতে অধ্যক্ষর পদত্যাগ

সংক্রান্ত তদন্ত শুরু,

স্থানীয়দের তোপের মুখে

এসিল্যন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তদন্ত দলের প্রধান গাংনী
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদস্য গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার তদন্ত করতে যান। এ সময় অন্তত ১৫ জন শিক্ষকের পৃথক পৃথক বক্তব্য নেন তদন্ত কর্মকর্তা।

তদন্তকালে বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টু ও সহকারী শিক্ষক রহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন স্কুল এন্ড কলেজ-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার সহ তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টুসহ নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন তদন্ত দলের সদস্যরা।

পরে স্থানীয়রা হট্টগোগল শুরু করলে সহকারি কমিশনার ভুমি বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং এ বিষয়ে স্থানীয় ও শিক্ষার্থী অভিভাবকদের সাথে পুনরায় কথা বলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

এসময় সহকারি কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সাংবাদিকদের জানান, কেবলমাত্র তদন্ত শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা তদন্ত করে সঠিক বিষয়টি নির্বাহী অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য সাবেক প্রধান শিক্ষক সুন্নত আলী পদত্যাগ করেছেন মর্মে তৎকালীন স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদ দাবি করেন। প্রধান শিক্ষকের পথ ফিরে পেতে সুন্নত আলী আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি চলমান রয়েছে।

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি- স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ।
আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে, কেদারগঞ্জ বাজারে মুজিবনগর সরকারী

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমির সহকারী শিক্ষক বায়েজিদ আহমেদের সঞ্চালনায়, মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, শিবপুর দারুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম, জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, শিবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম।
এ সময় মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ শত শিক্ষক মানবন্ধনে অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মেহেরপুরে জেলা জাতীয় পার্টির বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য শেরীফা কাদেরের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল এবং স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা জাতীয় পার্টি।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ আব্দুল হামিদ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সভাপতি মোঃ কেতাব আলী, মোঃ আব্দুল বাকী, রুহুল আমিন, গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি বাবলু হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও পৌর জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রাকেশ শেখ রাজন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি কুতুব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষক জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল গফুর, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিক, জাতীয় যুব সংঘতির সভাপতি সৈয়দ আশরাফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন, জাতীয় পার্টি ২০১৪ সাল থেকেই বিনা ভোটে কর্তত্ববাদি শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে তখন থেকেই ষড়যন্ত্র চলে আসছে। এখন নতুন করে পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এবং তার সহধর্মিনী প্রেসিডিয়াম সদস্য শেরিফা কাদেরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ষড়যন্ত্রেরই প্রকাশ। বহু প্রাণের বিনিময় অর্জিত এই বিজয় যাতে করে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় এজন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আমাদের দাবি জাতীয় পার্টি নেতাদ্বয়ের বিরুদ্ধে দায়ে করা মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করা হোক।

অধ্যক্ষ খোরশেদ ও সভাপতি জাফরকে দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনিময়মতান্ত্রিক উপায়ে গভর্নিং বডির এডহক কমিটিতে বিতর্কিত বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি মনোনীত করার জেরে ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসি।

এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবরকে টিনচোর ও দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রধান গেটে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন তারা।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়,গাংনীর শির্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলাকা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের নাম প্রস্তাব করেন। দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবিকে পাঁশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে সম্প্রতি গভর্নিং বডির এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যেুাৎসাহি সদস্য নিয়োগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এনিয়ে গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর বিএনপি নেতা শাহাজাহান সেলিম, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জামাল উদ্দীন ও পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনিসহ বিএনপি নেতাকমীর্রা মহিলা কলেজে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। এবং বিতর্কিত এডহক কমিটি বাতিলের দাবী জানান।

তারা বলেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গোপনে কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

এদিকে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বহিস্কারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এসময় অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজ থেকে পালিয়ে যান বলে জানান বিক্ষুব্ধরা।

এদিকে আজকের মানববন্ধন থেকে দূর্ণীতিবাজ সভাপতি জাফর আকবর ও নিয়োগে অর্থবাণিজ্যকারী অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগই পারে মহিলা ডিগ্রি কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, গাংনী মহিলা কলেজের দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগ চাই দাবি করবে মানববন্ধনকারীরা।

একটি গোপন সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ভাইস প্রিন্সীপালের পদটি শূন্য হয়েছে। এই পদটিতে নিয়োগ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী তার অনুগত ব্যক্তিকে কমিটির সভাপতি করতেই গোপনে শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ভৈরবের অনুদানের টাকা প্রদান

মেহেরপুর এর অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” বন্যার্তদের সাহায্যার্থে অনুদানের টাকা প্রদান করেছে।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এর নিকট অনুদানের নগদ ১৫ হাজার টাকা উপদেষ্টার ত্রান তহবিলে দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়।

এসময় “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সভাপতি এ্যাড: আনোয়ার হোসেন, সহ- সভাপতি নূরুল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম কানন জেলা প্রশাসকের নিকট অনুদানের টাকা তুলে দেন। এসময় “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।